নদীয়ার নবদ্বীপে স্বামীকে নৃশংসভাবে খুন করার অপরাধে স্ত্রী ও তার প্রেমিকের সশ্রম কারাদন্ড

শ্যামল রায়

অভিযুক্ত নবকুমার দত্ত

অভিযুক্ত উৎপলা নন্দী

নবদ্বীপঃ নবদ্বীপ শহরের ওলাদেবী তলার বাসিন্দা অরুণ নন্দী নৃশংসভাবে খুন হন। মঙ্গলবার এই খুনের ঘটনায় রায় দান করেন নবদ্বীপ আদালতের বিচারপতি। দোষী সাব্যস্ত স্ত্রী উৎপলা নন্দী ও তার প্রেমিক নবকুমার দত্তকে সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। আদালত সূত্রে জানা গেছে, খুনের ঘটনাটি ঘটে ২০১৩ সালের ১ এপ্রিল রাতে। সকালবেলা অরুণবাবুর ঘরে গলাকাটা অবস্থায় রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান বাড়ির লোকেরা। অরুণ নন্দীর স্ত্রী উৎপলা নন্দী নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। নবদ্বীপ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল যে, রাতের বেলা ডাকাতি করতে আসে আর তাদের কাজে তার স্বামী বাধা দেওয়ার সময় তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ডাকাতরা তার স্বামীর খুনসহ বহু সোনার গহনা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে এবং সেই সাথে টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়েছে। স্বামীর এই ধরনের খুনের ঘটনাকে ঘিরে স্ত্রী উৎপলা নন্দীর এরকম অভিযোগ পুলিশের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। তৎকালীন সময়ে নবদ্বীপ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে নবদ্বীপ থানার পুলিশ অরুণ নন্দীর খুনের ঘটনার কিনারা করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর প্রেমিকের সন্ধান পান তাঁরা। প্রেমিক নবকুমার দত্ত নবদ্বীপ শহরের পোড়াঘাটের বাসিন্দা। পুলিশ নবকুমার দত্তকে গ্রেপ্তার করে। ধীরে ধীরে খুনের ঘটনার কিনারা করতে গিয়ে এই খুনের ঘটনার সাথে তাঁর স্ত্রীর যোগসাজেশ রয়েছে পুলিশ জানতে পারে। গ্রেপ্তার করে তাঁর স্ত্রী উৎপলা নন্দী এবং প্রেমিক নবকুমার দত্তকে। নবদ্বীপ আদালত এই খুনের ঘটনার সাথে সাক্ষী হিসাবে ২২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। সাক্ষ্য শেষে ২৯ জানুয়ারি সোমবার উৎপলা নন্দী ও নবকুমার দত্তকে দোষী সাব্যস্ত করে নবদ্বীপ আদালতের বিচারপতি। মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা করেন। স্বামী খুনের ঘটনায় স্ত্রীকে ও তার প্রেমিক নবকুমার দত্তকে সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করার আদেশ দেন বিচারপতি অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ শুভ্রার্থী সরকার। মঙ্গলবার সাজা ঘোষণার কথা জানতে পেরে নবদ্বীপ শহর থেকে বহু উৎসুক মানুষ নবদ্বীপ আদালত প্রাঙ্গণে জমায়েত করেন। সরকারি আইনজীবী দেবাশীষ রায় জানিয়েছেন যে, তিনি সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসির দাবি জানিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে, একজন স্ত্রী সে যদি তার স্বামীকে নৃশংসভাবে খুন করতে পারে তাই সেই স্ত্রীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তিনি জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে অভিযুক্তদের পক্ষে আইনজীবী বলেন, অরুণ নন্দী ও তার স্ত্রীর প্রেমিক নবকুমার দত্ত একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাদের সন্তান-সন্ততি রয়েছে। তাই তাদের কথা ভেবে সাজা কিছুটা লাঘব করা হোক এই আবেদন জানানো হয়েছিল আদালতের কাছে। বিচারপতি শুভ্রার্থী সরকার মঙ্গলবার বেলা ১টার সময় দোষীদের সাজা ঘোষণা করেন। স্ত্রী উৎপলা নন্দী ও তার প্রেমিক নবকুমার দত্তকে সশ্রম কারাদন্ডের কথা শোনান। এই খুনের ঘটনার সাক্ষী স্থানীয় বাসিন্দা অশোক কুমার সাহা ঘটনাটিকে মর্মান্তিক এবং নৃশংস ঘটনা বলেই মনে করেন। খুন হয়ে যাওয়া অরুণ নন্দী ছিলেন তাঁর কাছে বন্ধুসুলভ একজন ভালো মানুষ। কিন্তু সেই বন্ধুর একমাত্র সন্তানের কথা ভেবে তিনি কিছুটা হলেও দুঃখপ্রকাশ করেন। কারণ বন্ধুর ছেলে অর্পণ নন্দী এখন অসহায় হয়ে পড়ল। তবে এই ধরনের নৃশংস খুনের ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। অন্যদিকে খুন হয়ে যাওয়া অরুণ নন্দী ছিলেন, বাড়ির একমাত্র সন্তান। তাঁর তিন বোন ছিল। আদালত চত্বরে তাঁরই বোন শুক্লা নন্দী চোখের জল ফেলে জানান যে, দাদাকে যেভাবে নৃশংসভাবে খৌদি এবং তার প্রেমিক মিলে খুন করেছে এর শাস্তি হওয়া দরকার ফাঁসি। ফাঁসি হলেই তাঁর দাদার আত্মা শান্তি লাভ করবে বলে তিনি মনে করেন। আদালত সূত্রে আরও জানা গেছে যে, এই খুনের ঘটনার অভিযোগে যে ডাকাতির ঘটনা বলা হয়েছে তা পুরোটাই গল্প। পুলিশ তদন্তে নেমে গলা কেটে খুন করার ধারালো অস্ত্রটিও উদ্ধার করেছিল। সেই সাথে তার স্ত্রী উৎপলা নন্দী জানিয়েছিলেন, তার অলংকার ডাকাতরা নিয়ে গেছে। শেষমেষ অলংকারগুলিও স্ত্রী উৎপলা নন্দীর কাছ থেকে পুলিশ উদ্ধার করে। তাই বিভিন্ন ধারায় অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে নবদ্বীপ আদালত। এদিন দোষীদের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করে আদালত। অভিযুক্ত উৎপলা নন্দীর একমাত্র সন্তান অর্পণ নন্দী জানিয়েছে যে, এই ধরনের ঘটনার কোনও প্রতিক্রিয়া আমি দেব না। আমি নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে বিএসসি প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করছি। আমি এখন প্রচন্ডভাবে অসহায় বোধ করছি। আমার স্বপ্ন এবং আমি কিভাবে বেঁচে থাকব এটাই আমার এখন প্রশ্নচিহ্ন। কারণ মা ছিল আমার একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। আর এই সম্পর্কে আমাকে কোন প্রশ্ন আপনারা করবেন না। স্ত্রী উৎপলা নন্দীর প্রেমিক নবকুমার দত্তেরও একমাত্র মেয়ে বিএ প্রথম বর্ষের পড়াশোনা করে এবং নবকুমার-ই একমাত্র তার সংসারের উপার্জনশীল ব্যক্তি তাই তার সংসারটিও ভেসে যাবে। তাই বিচারকের কাছে সাজার কথা কিছুটা লাঘব করার আর্জি জানিয়েছিল নবকুমার দত্ত। বিচারক দুই অভিযুক্তের কথা শুনে সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দেন। পূত্রহারা মা ৮২ বছরের ছবি নন্দী-র কথা, এই বয়সে আমি ভাবতেই পারছি না, আমার বউমা আমার ছেলেকে কিভাবে গলা কেটে নৃশংস খুন করল। তাই আমি ফাঁসির দাবি জানিয়েছিলাম আদালতের কাছে। ফাঁসি হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তবুও আদালতের প্রতি আস্থা ও ভরসা রেখেই তিনি কিছুটা হলেও খুশি বলে জানিয়েছেন। এই ধরনের ঘটনাকে ঘিরে গোটা নবদ্বীপ শহরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং এদিনের রায় দান ঘিরে শহরে একটা উৎকণ্ঠার আবেগ পরিলক্ষিত হয়েছিল।

পুরুলিয়া শহরে পি আই বি'র উদ্যোগে সাংবাদিকদের কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ সোমবার সাংবাদিকদের নিয়ে একটি কর্মশালা হয়ে গেল পুরুলিয়ায়। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) কলকাতা দফতরের উদ্যোগে একদিনের এই কর্মশালাটি পুরুলিয়া শহরের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। 'বার্তালাপ' নামের ব্যানারে আয়োজিত একদিনের ওই কর্মশালাতে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিক পার্থ ঘোষ ও চিন্ময় চক্রবর্তী কলকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিক সুদীপ্ত সেনগুপ্ত ও রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত একটি অর্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক উৎপল মিশ্র জেলার বিভিন্ন প্রান্তের সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিক এবং টিভি চ্যানেলের সংবাদ প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। এদিন এই কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর বিভিন্ন কর্মকান্ড তুলে ধরেন দফতরের আধিকারিক পার্থ ঘোষ ও চিন্ময় চক্রবর্তী। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর ওয়েবসাইট থেকে ভারত সরকারের নানা ধরনের প্রকল্প সম্পর্কে নানা তথ্য ও খবর পরিবেশনের জন্য সাংবাদিকদের প্রয়োজনে বহু তথ্য পাওয়া যায় বলে জানান তাঁরা। স্থানীয় সংবাদ পত্রগুলি চালানোর ক্ষেত্রে কি কি ধরনের নিয়মবিধি রয়েছে তাও তুলে ধরা হয়। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সংবাদ প্রতিনিধিদের কী কী ধরনের নিয়মনীতি মেনে চলা উচিত তা প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তরফে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়। সেইসঙ্গে সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে জেলার সাংবাদিকদের নানা ধরনের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনে তারা তাদের মতামত প্রকাশ করেন।

বর্ধমানের বামচাঁদাইপুরে পৃথক হোমের উদ্যোগ নিল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ এতদিন ভাড়া বাড়িতে চলছিল সরকারি হোম। এবার জেলায় ছেলেদের জন্য পৃথক হোমের প্রস্তাব পাঠাল প্রশাসন। এছাড়া শহরের উপকণ্ঠে বামচাঁদাইপুরে মেয়েদের জন্য প্রথম হোম চালু করা হচ্ছে। সোমবার পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব বলেন, বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠ বামচাঁদাইপুর এলাকায় মেয়েদের জন্য ৫০ আসনের একটি অত্যাধুনিক হোম তৈরী করা হয়েছে। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি ওই হোমকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হচ্ছে। বর্তমানে বর্ধমান শহরের ঢলদিঘিপাড় এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে মেয়েদের এই হোম চলছে। যেখানে পরিকাঠামো না থাকায় নানাবিধ সমস্যাও হচ্ছে। প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে এই নতুন মেয়েদের হোমটি তৈরী করা হয়েছে। তিনি জানান, এখন হোমে ২৫ জন মেয়ে আছে। নতুন হোমে তাদের সকলকেই স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, হোমের মেয়েদের জন্য ভোকেশনাল ট্রেনিং-সহ বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দেওয়া হবে বিউটি পার্লারের ট্রেনিংও। জেলাশাসক আরও জানান, ১৮ থেকে ২১ বছরের মেয়েদের জন্যও পৃথক হোম তৈরী করা হবে। নিয়মানুযায়ী মেয়েদের হোমে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত রাখা যায়। কিন্তু তারপর তারা কোথায় থাকবে বা কি করবে সেজন্য অনেক সময়ই অসুবিধা দেখা দেয়। সেজন্যই এব্যাপারে আরও একটি হোম তৈরী করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত রাজ্য সরকারের নির্দেশে গত ১৫ জানুয়ারি বর্ধমানের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সঙ্গে বর্ধমান জেলাকে যুক্ত করা হয়েছে। জেলাশাসক জানিয়েছেন, মালদা জেলা চাইল্ড লাইনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে প্রতিসপ্তাহে মালদা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন চৈতালী ঘোষ সরকার বর্ধমানে একদিন করে বসবেন।

বাঁকুড়ার এসপি-র কাছে বিজেপির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ মঙ্গলবার শাসকদল ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে বিজেপির পক্ষ থেকে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারের কাছে ওন্দা থানার আধিকারিককে বদলির দাবি জানানো হয়। বিজেপির জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্রের নেতৃত্বে হিন্দু স্কুল মাঠ, লালবাজারে এবং দলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে বাঁকুড়া স্টেশনে কর্মীরা সমবেত হয়ে দুটি মিছিল করে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যায় দাবিপত্র জমা দিতে। জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্রের নেতৃত্বে হিন্দু স্কুল মাঠ, লালবাজারে এবং দলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে বাঁকুড়া স্টেশনে কর্মীরা সমবেত হয়ে দুটি মিছিল করে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যায় দাবিপত্র জমা দিতে। জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্র এবং জেলার সাধারণ সম্পাদক অমর নাথ শাখা জানান যে, ওন্দা থানার আধিকারিক জাতীয় সড়কে টোল দাঁড়িয়ে কর আদায়ের নামে তোলা তুলছে। এই আধিকারিকের মদতে থানা বিভিন্ন এলাকায় বালি মাফিয়ারা বেপরোয়াভাবে বালি পাচার করে চলেছে। ওন্দার বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে থানায় তুলে এনে অত্যাচার করা হচ্ছে। ওন্দা থানার পুলিশ এসব করছে। সেখানকার বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী প্রকাশ্যে উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলছেন। এইসব উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা দরকার। তা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। তাঁদের অভিযোগ, সম্প্রতি ওন্দার রামসাগরে দলের সর্বভারতীয় নেতা মুকুল রায় সভা করেন। এই সভার ২৪ ঘন্টার মধ্যে একই জায়গায় পুলিশের অনুমতি নিয়ে মন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে এনে তৃণমূল সভা করে। এতে দলীয় কর্মীদের মারধর করা হয়। পুলিশে অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এসব ঘটেছে পুলিশের সামনে। অথচ এই সভা-পাল্টসভা ঘিরে তৃণমূলের মিথ্যা অভিযোগে বিজেপির জেলা নেতা বিশ্বরূপ সংপতি, দেব নারায়ণ চক্রবর্তী ও বাবু সরখেলকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চালানো হয়। ওন্দা থানার পুলিশ যে কোন অজুহাতে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। ওন্দায় গণতন্ত্র বিপন্ন। তাই গণতন্ত্র রক্ষার জন্য তাঁরা এদিন পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপের দাবি জানালেন। এর পরেও যদি বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে অত্যাচার চালানো ও হেনস্থা করা হয় তাহে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন।

এস এফ আই-এর বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাল এস এফ আই। সোমবার দুপুরে বর্ধমান স্টেশন থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে এস এই আই। মিছিলটি কার্জনগেট, বিসি রোড হয়ে বর্ধমান রাজবাটী ক্যাম্পাসে যায়। সেখানে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তাঁদের কর্মীরা। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এস এফ আই সরব হয়। তাঁদের দাবি, ২০১৪ সালের পরবর্তী সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার মানের অবনতি, ভর্তি প্রক্রিয়া, ফলপ্রকাশ নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁরা একাধিকবার আন্দোলনে নেমেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্নাতকস্তরে মেধাকে বাদ দিয়ে স্বজনপোষণের দুর্নীতি প্রাধান্য পেয়েছে। ২০১৪ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজাল্ট কেলেঙ্কারি নিয়ে জোরদার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এখনও দেখা যাচ্ছে সেই রেজাল্ট অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। বেশ কিছু পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্টে ফেল ও ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্টে পাশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যোগফলেও ভুল থেকে গেছে। এদিন তারা দাবি করেন, স্নাতকস্তরে পরীক্ষার উত্তরপত্র আজ উইপোকায় খেয়ে নিচ্ছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে। এস এফ আই ছাত্র সংগঠনের দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে জি এস ক্যাশ সেল গঠন করতে হবে, পাশাপাশি ছাত্রী সুরক্ষায় ইউ এন-এর নিয়ম মেনে বিশ্ববিদ্যালয়-সহ কলেজগুলিতে স্যানিটারি ন্যাপকিন, ভেন্ডিং মেশিনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠছে। এস এফ আই-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অনির্বান রায়চৌধুরী বলেন, উপাচার্যকে অন্ধকারে রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। যেটা নিয়ম বহির্ভূত। সঠিক সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করে নির্ভুল রেজাল্ট বের করা, ছাত্রবিরোধী স্টুডেন্ট কাউন্সিলকে বাদ দিয়ে ছাত্র সংসদকে বেশ রাখতে হবে বলে দাবি জানান তিনি।

ইন্দাসে রক্তদান শিবিরে ১০০ জনের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ ৩০ জানুয়ারি মঙ্গলবার বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রামের ক্ষেতমজুর দক্ষিণ বাগদীপাড়ায় শ্রীশ্রীমনসামাতা শান্ত ক্লাবের উদ্যোগে এবং পরিচালনায় ক্লাব সংলগ্ন প্রাঙ্গণে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই রক্তদান শিবিরটি শুরু হয় সকাল ১১টায় এবং চলে দুপুর ৩টা পর্যন্ত। এদিনের রক্তদান শিবিরে মহিলা, পুরুষ-সহ প্রায় ১০০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের ডাঃ সুদর্শন সরেনের নেতৃত্বে একটি টিম শিবিরে এসে রক্তসংগ্রহ করেন। এদিনের রক্তদান শিবিরটির শুভসূচনা করেন, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি

সেখ রবিউল হোসেন এবং বাঁকুড়া জেলা পরিষদের তথ্য-সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষা বুল্টী রুইদাস। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সম্প্রীতির নিদর্শন হিসাবে সর্বস্তরের মানুষদের রক্তদান শিবিরে উপস্থিতি ও সাহায্য-সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। শ্রীশ্রী মনসামাতা শান্ত ক্লাবের সম্পাদক সন্নাট বাগদী, সভাপতি অরূপ বাগদী এবং মহাদেব বাগদীরা জানান, আমাদের এই ক্লাবটির ২০১৫-১৬ সালে রেজিস্ট্রেশন পাওয়া গেছে। এই ক্লাবের উদ্যোগে এবছর প্রথম রক্তদান শিবির করা হল। এছাড়া আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে খেলাধুলা ছাড়াও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজ করা হয়। ক্লাবের প্রতিটি সদস্য এবং গ্রামের সকল মানুষ আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। তবে এখনও পর্যন্ত সরকারি কোন আর্থিক অনুদান পাওয়া যায়নি। সরকারি অনুদান যদি পাওয়া যেত তাহলে ক্লাবটির উন্নতি ঘটতো। আগামী বর্ষেও এমন ধরনের সমাজসেবামূলক কাজ করার চেষ্টা করব।

৩০০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ চলতি বছরে জেলায় ৭০ টি শিবিরের আয়োজন করে ৩০০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করবে ডি ওয়াই এফ আই। মঙ্গলবার জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যার দিনটিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দিবস হিসাবে পালন করে একথা ঘোষণা করেন তাঁরা। এদিন জয়পুরের গেলিয়াতে সিপিএমের যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী রক্তদান শিবিরের এক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা ও একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্যালেন্ডার ও রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন, সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভয় মুখার্জী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যা মিনাক্ষী মুখার্জী, প্রাক্তন রাজ্য যুব নেতা তাপস চক্রবর্তী, সুজয় চৌধুরী, জেলা সম্পাদক প্রদীপ পন্ডা এবং সভাপতি রূপজয় বেজ। ৭০টি শিবিরে ৩০০০ ইউনিট রক্ত সারাবছরে সংগৃহীত হবে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ মঙ্গলবার গান্ধীজির মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে বিষ্ণুপুর উপসংশোধনাগারে বন্দিদেরকে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে বিচারাধীন বিভিন্ন ধর্মের বন্দিদেরকে গীতা, কোরান ও বাইবেল হাতে নিয়ে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। এছাড়াও ওই উপলক্ষ্যে এদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, বিষ্ণুপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রামশংকর মন্ডল, বিষ্ণুপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিবোদ্দুমুখোপাধ্যায়-সহ প্রমুখ।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ